দৈনিক
ইনকিলাব

07 DEC 2005

বছরের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা

একমুখী শিক্ষা স্থগিতের প্রভাব

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বহুল আলোচিত একমুখী শিক্ষা জানুয়ারী থেকে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত এক বছরের জন্য স্থগিত করায় নতুন শিক্ষা বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

একমুখী শিক্ষা স্থগিতের প্রভাব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নির্ধারিত সময়ের মাত্র ২৫ দিন আগে স্থগিত করায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রচলিত কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তক আগামী মার্চের আগে হাতে পাবে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) হিসাব অনুযায়ী, গত বছরে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বই ছাপানো হয়েছে। এবারের সমপরিমাণ বই ছাপতে হবে। এর মধ্যে নবম-দশম শ্রেণীর ২৭টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপতে হবে ৬০ লাখেরও বেশী। এনসিটিবির চেয়ারম্যান ডঃ গাজী মোঃ আহসানুল কবীর ইনকিলাবকে বলেছেন, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বইয়ের কোন সমস্যা হবে না। এসব শ্রেণীরে যেসব বই বেসরকারী খাতে ছাড়া হয়েছে তার মুদ্রণ কাজ প্রায় শেষের পথে। এক প্রশ্নের জবাবে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, কবে নাগাদ শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক হাতে পাবেন তা বলা মুশকিল। তবে '০৬ সালের কারিকুলাম অনুযায়ী নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দ্রুত শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছাতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চেয়ারম্যানের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে পুস্তক প্রকাশকরা বলেছেন, একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত হওয়ায় নবম-দশম শ্রেণীর ১৩টি বিষয়ের ১৮০টি পুস্তক প্রকাশ করতে গিয়ে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে। যেহেতু নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক চলবে না, সেহেতু এর প্রভাব পড়বে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও। নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দেয়ায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তক চলবে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে এনসিটিবিকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতের ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশ্য, এ বিষয়ে এনসিটিবি'র একজন সদস্য বলেছেন, প্রচলিত কারিকুলামে সকল পাঠ্যপুস্তক ছাপতে হলেও কোন সমস্যা হবে না, যদি গত ২০ নভেম্বরের দরপত্রে অংশগ্রহণ করে বাছাইয়ে উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্বরিত গতিতে কার্যাদেশ দেয়া যায়।